চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:.১৫.০৩.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চসিকের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য ১ কোটি ৬৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার অনুদান দিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ১ কোটি ৬৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্র তারেক রহমান রোববার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজ কক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রডা. শাহাদাত হোসেনের হাতে এই অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত ৩ হাজার ২৭০ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মধ্যে এই অর্থ বণ্টন করা হবে। প্রত্যেক পরিচ্ছন্ন কর্মী ঈদ উপলক্ষে পাঁচ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্যও একইভাবে পাঁচ হাজার টাকা করে ঈদ উপহার ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রশাসকদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, নগরীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় পরিচ্ছন্ন কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাদের জন্য এই আর্থিক সহায়তা উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবে।প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন জানান, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রতি সম্মান ও সহমর্মিতা জানিয়ে এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দেশের শহরগুলোকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের এই নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সহায়তা তাঁদের পরিবারে ঈদের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলবে। পাশাপাশি নগর সেবায় নিয়োজিত সকল কর্মীর কল্যাণে সরকার ভবিষ্যতেও বিভিন্ন মানবিক ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তারসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসকবৃন্দ এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পাঁচটি স্নাতক পর্যায়ের প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন উপলক্ষে ‘অ্যাক্রেডিটেশন ফেস্ট’ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল থেকে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পাঁচটি স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক প্রোগ্রাম—ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ), বি.এ. (অনার্স) ইন ইংলিশ, ব্যাচেলর অব লজ (এলএল.বি. অনার্স), বি.এস.এস. (অনার্স) ইন ইকোনমিক্স এবং বি.এসসি. ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)—এর অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদপ্রাপ্তি উপলক্ষে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ‘অ্যাক্রেডিটেশন ফেস্ট’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৪ মার্চ ২০২৬) বিকেল ৪টায় চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু হোটেলের মোহনা বলরুম (লেভেল-৪)-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ডা. শাহাদাত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার প্রফেসর ড. জাহেদ হোছাইন সিকদার স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির। রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার মনিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডা. শাহাদাত হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, অ্যাক্রেডিটেশন একটি স্বীকৃতি। কিন্তু এই স্বীকৃতি পাওয়াটাই বড় কথা নয়, একে ধরে রাখাটাই বড় কথা। সুতরাং এ কারণে আমাদেরকে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে হবে। গত ১৬ বছরে শিক্ষার হাত বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই জায়গায় আমাদেরকে খুবই কঠোর হতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই দেশটাকে একটি দুর্নীতিমুক্ত, সমৃদ্ধিশালী ও স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে পারব না। তিনি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য স্বদেশপ্রেমের ওপর গুরুত্বারোপ করে। তিনি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির পাঁচটি স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক প্রোগ্রামের অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রাপ্তিকে চট্টগ্রামবাসীর একটি বড় অর্জন বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রোগ্রামও অ্যাক্রেডিটেশন অর্জন করবে এবং প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।সম্মানিত অতিথি প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাইরের দেশে অনেক আগে থেকে অ্যাক্রেডিটেশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমাদের দেশে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে কয়েকবছর আগে। সম্প্রতি বাংলাদেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু একাডেমিক প্রোগ্রামকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়েছে। এটা এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বাংলাদেশে একমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশি সংখ্যক স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক প্রোগ্রামের অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রাপ্ত হয়েছে। এটি খুবই আনন্দের ও গৌরবের। তিনি বলেন, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা যখন উচ্চমানে থাকে, তার গুণগত মান যখন একটি বিশেষ পর্যায়ে থাকে, তখন তাকে যে-স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তা'ই অ্যাক্রেডিটেশন। তিনি অ্যাক্রেডিটেশনের সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়া, অ্যাক্রেডিটেশন অর্জনের জন্য অনুসরণযোগ্য সরকারি নীতিমালা ও ফ্রেমওয়ার্ক এবং আউটকাম বেইসড কারিকুলাম প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করেন।তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামগুলো মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের একাডেমিক মান, পাঠক্রম, গবেষণা কার্যক্রম এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় এই অ্যাক্রেডিটেশন প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতেও মানোন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান।বিশেষ অতিথি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা যদি গ্লোবাল র‍্যাংকিং-এ ভালো করতে চাই, তাহলে এই অ্যাক্রেডিটেশন প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে তা, যা আমাদের আলোকিত করে। আমরা দুর্নীতিতে প্রচন্ডভাবে এগিয়ে রয়েছি। আমাদের দেশে মূল্যবোধের অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার মানে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেশ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করে দূর করতে হবে। তিনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে ঢেলে সাজানো দরকার, সেই ব্যাপারেও কথা বলেন। তিনি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অনেক চ্যালেঞ্জ ও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন।সভাপতির বক্তব্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক এস. এম. নছরুল কদির বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সবসময়ই আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কাছ থেকে পাঁচটি প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন লাভ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তিনি এ সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও প্রোগ্রামকে অ্যাক্রেডিটেশনের আওতায় আনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।প্রফেসর ড. জাহেদ হোছাইন সিকদার বলেন, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি অনেক পরিশ্রম ও সাধনার পরে পাঁচটি স্নাতক পর্যায়ের একাডেমিক প্রোগ্রামের অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেয়েছে। সুতরাং আজকে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির অত্যন্ত আনন্দের দিন। এই অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামগুলোর শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নত সুযোগ-সুবিধা পাবেন।উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ ২০২৬, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ-এর সভাপতিত্বে কাউন্সিল ভবনে অনুষ্ঠিত এক আনুষ্ঠানিক সভায় সনদগুলো বিতরণ করা হয়। প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর এস. এম. নছরুল কদির সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে সনদগুলো গ্রহণ করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এসসি. ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের অনুকূলে একটি কনফিডেন্স সার্টিফিকেটও প্রদান করা হয়।অ্যাক্রেডিটেশন ফেস্ট-এ চট্টগ্রামের সরকারি-বেসরকারি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি ও বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সহযোগী ডিন, সহকারী ডিন, একাডেমিক বিভাগগুলোর চেয়ারম্যান-কোঅর্ডিনেটর-শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা ও অ্যালামনাইবৃন্দ।

"শনিবারের অঙ্গীকার, বাসাবাড়ি করি পরিষ্কার" স্লোগানে চসিকের পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান উদ্বোধন "শনিবারের অঙ্গীকার, বাসাবাড়ি করি পরিষ্কার"—এই স্লোগানকে সামনে রেখে ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযানের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।শনিবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও এর আশপাশের এলাকায় এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কর্মসূচিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় সারা দেশে পরিচালিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরবাসীর সুস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়মিতভাবে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার করছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, কারণ প্রতিদিন এখানে হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসাসেবা নিতে আসেন। তাই মশার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে ও ডেঙ্গুসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে এই এলাকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে নগরে কিউলেক্স মশার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, নালা-নর্দমা ও ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা জমে থাকা এবং যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার কারণে পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে স্থির পানিতে মশার বংশবিস্তার ঘটছে। তাই নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো জরুরি।ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বর্ষা মৌসুমে টব, ডাবের খোসা, নির্মাণাধীন ভবনের সামগ্রী বা প্লাস্টিকের পাত্রে জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশার লার্ভা জন্ম নেয়, যা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার জন্য দায়ী। তবে বর্তমানে কিউলেক্স মশার বিস্তার বেশি দেখা যাচ্ছে, যার প্রধান উৎস নোংরা ড্রেন ও জমে থাকা বর্জ্য। নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার রাখা এবং আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব।তিনি জানান, নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে একযোগে এই পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে লার্ভিসাইড ও অ্যাডাল্টিসাইড ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ওয়ার্ডভিত্তিক তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কাজ করছেন। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বিশেষ নজরদারি ও অতিরিক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রায় ১৬০ জনের একটি বিশেষ দল কাজ করছে। মেয়র বলেন, চকবাজার, বাকলিয়া, আগ্রাবাদ, ফিরিঙ্গিবাজার, হালিশহর, পাহাড়তলীসহ কয়েকটি এলাকাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা

হয়েছে। এসব এলাকায় বিশেষভাবে মশক নিধন ও ড্রেন পরিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।তিনি আরও বলেন, কার্যকর ওষুধ ব্যবহারের কারণে বর্তমানে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে। আমেরিকা থেকে আনা কার্যকর লার্ভিসাইড ব্যবহার করায় ডেঙ্গুর লার্ভা ধ্বংসে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে।মেয়র নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শহর শুধু সিটি কর্পোরেশনের নয়—এটি সবার শহর। তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ বাসা-বাড়ির আঙিনা, ছাদ, বারান্দা এবং আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। তিনি বলেন, সপ্তাহে অন্তত একদিন নিজেদের আশপাশ পরিষ্কার রাখলে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও স্বাস্থ্যকর নগর গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম সব সময় উন্নয়ন ও উদ্যোগে পথ দেখিয়েছে। পরিচ্ছন্ন নগর গড়ার ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।উদ্বোধনের পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মেইন গেট, কে.বি. ফজলুল কাদের রোড এবং প্রবর্তক মোড় এলাকায় ড্রেন পরিষ্কার করা হয় এবং মশক নিধনে লার্ভিসাইড ওষুধ ছিটানো হয়। পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা বিভাগের কর্মীরা ফগার মেশিন ও স্প্রে মেশিন ব্যবহার করে মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।মশা নিধন অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী, উপপ্রধান পরিচ্ছন্নতা কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মো. সরফুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।চট্টগ্রামকে একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন মেয়র।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮